যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১১০৪

১/ বিবিধ

আরবী

من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها. يعني الصلاة
منكر

أخرجه أبو داود (944) والطحاوي (1/263) والدارقطني (195 ـ 196) وعنه البيهقي (2/262) من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره
وقال أبو داود
" هذا الحديث وهم ". وقال الدارقطني
" قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول، ولعل الحديث من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضا
قلت: أبو غطفان قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، ولم يقل فيه مجهول غير ابن أبي داود، فهو ثقة كما قال الحافظ في " التقريب
وإنما علة الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه
ومن الغرائب قول الزيلعي في " نصب الراية " (2/90)
حديث جيد
مع أنه حكى عن ابن الجوزي أنه أعله في " التحقيق " بهذه العلة، والتي قبلها ثم ذكر أنه

" تعقبه صاحب " التنقيح " في الأولى، دون الأخرى. وأن الإمام أحمد سئل عن الحديث، فقال: لا يثبت إسناده، ليس بشيء

وسلم بذلك الزيلعي ولم يتعقبه بشيء، ولا مجال لذلك

وهو قد استدل به لما جاء في " الهداية " على المذهب الحنفي

" ولا يرد السلام بلسانه، ولا بيده لأنه كلام معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تبطل صلاته

وهذا مع أنه لا دليل عليه سوى هذا الحديث، وقد تبين ضعفه، فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، ولذلك فهو حديث منكر، وفي كلام ابن أبي داود السابق إشارة إلى ذلك. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " عقبه (رقم 1370)

" والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره

يعني من حديث جابر في رد السلام إشارة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (859) وحديث أنس المشار إليه آنفا هو فيه برقم (871)

ولا يدل لهذا المذهب حديث أبي داود مرفوعا

" لا غرار في صلاة ولا تسليم

لما ذكرته في تخريجه في " الأحاديث الصحيحة " (رقم 311) ، وقد ذكرت فيه حديث ابن عمر في إشارته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فراجعه إن شئت

وأما مصافحة المصلي، فهي وإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت، فلا دليل على بطلان الصلاة، لأنها عمل قليل، لا سيما وقد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فقال عطاء بن أبي رباح

أن رجلا سلم على ابن عباس، وهو في الصلاة، فأخذ بيده، وصافحه وغمز يده

أخرجه ابن أبي شيبة (1/193/2) والبيهقي في " سننه " (2/259) بإسنادين عن عطاء أحدهما صحيح، والآخر رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت

وليس كل عمل في الصلاة يبطلها، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت " جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى [عن يمينه أويساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت الباب في القبلة أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعبد الحق في " الأحكام " (رقم 1374) وإسناده حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " (885)

বাংলা

১১০৪। যে ব্যক্তি তার সালাতে বুঝা যায় এরূপ ইশারাহ করবে, সে যেন তার সালাতকে পুনরায় আদায় করে।

হাদিসটি মুনকার।

এটিকে আবু দাউদ (৯৪৪), ঔহাবী (১২৬৩), দারাকুতনী (১৯৫-১৯৬) ও তার থেকে বাইহাকী (২/২৬২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ইয়াকুব হতে, তিনি আবু গাতফান হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ...।

আবু দাউদ বলেনঃ এ হাদীসটি সন্দেহযুক্ত। দারাকুতনী বলেনঃ আমাদেরকে আবু দাউদ বলেছেনঃ আবু গাতফান একজন অপরিচিত ব্যক্তি। সম্ভবত হাদীসটি ইবনু ইসহাকের উক্তি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ বর্ণনায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি সালাতের মধ্যে ইশারা করতেন। এটি আনাস (রাঃ), জাবের (রাঃ) প্রমুখ নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেনঃ ইবনু উমার (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-ও বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আবু গাতফানকে ইবনু মাঈন, নাসাঈ ও ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং তার থেকে একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ ছাড়া অন্য কেউ তাকে অপরিচিত বলেননি। অতএব তিনি নির্ভরযোগ্য যেমনটি ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

তবে এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইবনু ইসহাক। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যাইলাঈ "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থে (২/৯০) বলেছেন যে, 'হাদীসটি ভাল। অথচ তিনিই ইবনুল জাওযী হতে এটি ও পূর্বের সমস্যাটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমাদকে এ হাদীসটির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তিনি উত্তরে বলেনঃ এটির সনদ সাব্যস্ত হয়নি। এটি কিছুই না।

হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ায় মুনকার। আব্দুল হক ইশবীলী তার “আল-আহকাম” গ্রন্থে (১৩৭০) বলেনঃ ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিদ্বানগণ যা উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে (সালাতের মধ্যে) ইশারা করা বৈধ এটিই সঠিক।

এ বিষয়ে বর্ণিত ইশারা বিষয়ক হাদীসটি "সহীহ আবী দাউদ" গ্রন্থে (৮৫৯) বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত সালাতের মধ্যে ইশারা করা জায়েয মর্মে বর্ণিত হাদীসকে আমি "সিলসিলাতুস সহীহাহ" গ্রন্থে (নং ৩১১) উল্লেখ করেছি।

মুসল্লী কর্তৃক সালাতরত অবস্থায় মুসাফাহা করলে এর দ্বারা তার সালাত বাতিল হবে না। যদিও আমার জানা মাফিক এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। কারণ এটি কম কর্ম (বেশী কর্ম নয়)। বিশেষ করে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। বিধায় এর দ্বারা সালাত বাতিল হবে না।

আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেনঃ "এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তার সালাতরত অবস্থায় সালাম দিলেন। তিনি তার হাত ধরলেন, তার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং তার হাতে চাপ দিলেন"।

এটি ইবনু আবী শাইবাহ (১/১৯৩/২) এবং বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (২/২৫৯) দুটি সনদে আতা হতে বর্ণনা করেছেন যার একটি সহীহ।

সালাতের মধ্যের সব কর্মই সালাতকে বাতিল করে না। কারণ আয়েশা (রাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে তিনি বলেনঃ “আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে দরজা লাগানো অবস্থায় সালাত আদায় করছিলেন, তিনি তার ডান বা বাম দিকে হেঁটে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিয়ে তাঁর স্থলে ফিরে গেলেন। দরজাটি কিবলার দিকে ছিল"।

এটি সুনান রচনাকারীগণ (হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান আর ইবনু হিব্বান সহীহ আখ্যা দিয়েছেন) এবং আব্দুল হক "আল-আহকাম" গ্রন্থে (নং ১৩৭৪) বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি হাসান যেমনটি আমি "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (৮৮৫) বর্ণনা করেছি।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71983

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন